কুশীলব

ঢোলক: খাইরুল ইসলাম
বংশিবাদক: রহমান
সুরুজ মাঝি: মাহাবুবুর রহমান মুকুল
ফুলি: ফেরদৌসী পারভিন পপি
আমেনা: আসমা হেনা চুমকি
পুলিশ ইন্সপেক্টর: শামীম আজাদ
কনস্টেবল: মিরাজ উদ্দিন
গায়ক/লালু: হাসমত কবির
খন্দকার: সাজ্জাদ হোসেন
চোর ও ঘোষক: জগন্নাথ কুমার কর্মকার
শফিউল আলম রাজু
মাসুম: আজাদুল ইসলাম মিলন
চেয়ারম্যান: এস.এম.সাব্বির আলিম
নেতা: ফরহাদ হোসেন টিটন
দোকানদার/রাখাল: হাবিবুর রহমান ঈদু
দুলাল: আব্দুল্লাহ আল ফয়সাল অপু
যাত্রাশিল্পি: শাহিনা আসাদ স্বপ্না
পথচারী: শাহিনা আসাদ স্বপ্না, সামিয়া ইসলাম পূর্বা,
আসাদুজ্জামান লিটন

কলাকুশলী

আবহ সংগীত: ইসরাইল হোসেন খান টিটু
আলোক পরিকল্পনা: আবুল হোসেন
আলোক নিয়ন্ত্রণ: রেজাউল করিম
পোষাক পরিকল্পনা: রানী শাহ্ ও জেসমিন আক্তার পপি
উপকরণ: মিরাজ উদ্দিন ও ফরহাদ হাসান হৃদয়
বাদ্যযন্ত্রী: ইসরাইল হোসেন খান টিটু, আব্দুর রহমান, খাইরুল ইসলাম,
মামুন আল রাজী ও সায়েমুল হক টিপু
অলংকরণ: ইফতেখার হোসেন ও ইখতিয়ার হাসান
প্রচার ও প্রকাশনা: সাজ্জাদ হোসেন ও কবিরুল হক লিপু
মিলনায়তন ব্যবস্থাপনা: অনন্ত কুমার সান্তারা মঙ্গল, আওয়াল হোসেন,
মোস্তাফিজুর রহমান আলো, মঞ্জুরুল হাসান বাবু ও নূরুজ্জামান পলাশ
প্রযোজনা ব্যবস্থাপনা: সায়েমুল হক টিপু

নাটক, নির্দেশনা ও মঞ্চ পরিকল্পনা
আনোয়ার হোসেন

অনির্বাণ থিয়েটার

অনির্বাণ প্রযোজনা-৪২

জিষ্ণু যারা

দলের কথা

নাটক মানুষের কথা বলে। নাটক শিল্পের কথা বলে। ধারণ করে কালকে। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত ত্রিকালের শিল্প, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের পরিচর্যায় নাটক হয়ে ওঠে পরিপুষ্ট। আর এর পিছনে সাহসী যোদ্ধার ভূমিকা পালন করে একদল নাট্যকর্মী। সেরকমই একদল নাট্যকর্মীর স্পন্দিত পদচারণায় 'জাতীয় সংস্কৃতির প্রগতিশীল বিকাশ চাই' এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে ১৯৮৩ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি জন্ম নেয় 'অনির্বাণ থিয়েটার'। ৩৩ বছর ধরে 'অনির্বাণ' জীবন ও শিল্পের দীপ্ত উচ্চারণে এগিয়ে চলছে এই দেশ, এর ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি ধারণের মধ্যদিয়ে একটি চিরমূখীন ঋদ্ধ সমাজ নির্মাণে। শেকড়ের টানে যাব বহুদুর, সংস্কৃতির আলোর তরীতে বেয়ে সুন্দরের যাত্রা হোক অনন্তে-এমনি ইচ্ছে আমাদের।

নাটকের কথা

মহিষের গায়ের মত কালো কুচকুচে রাতে ঘটে নারকীয় তাণ্ডব। খুন হয় মুক্তিযোদ্ধা সুরুজ মাঝির বিধবা কন্যা ফুলি। মানুষ সন্দেহের আঙুল তোলে দেশদ্রোহী রাজাকার খন্দকারের পরিবারের দিকে। ন্যায় বিচার প্রাপ্তিতে থানায় মামলা দায়ের করেন ফুলির বাবা। পুলিশ রাজনৈতিক ডামাডোলে মামলাটি আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়ার জন্য তৎপরতা শুরু করে। নিজ ছেলেকে রক্ষার চেষ্টায় ধুর্ত খন্দকার বিষয়টি লোক চক্ষুর আড়ালে নেবার জন্য এবং মানুষের মনোযোগ সরাবার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে উপলক্ষ্য করে এবং তারপক্ষ্যের চেয়ারম্যানকে পুণঃবার নির্বাচনে জেতাবার নিশ্চয়তার জন্যে সরকারের একজন মন্ত্রীকে গ্রামে নিয়ে আসেন। গ্রামে মন্ত্রী আগমনের খবরে মানুষের উৎফুল্লতায় ফুলি হত্যার ঘটনা চাপা পড়ে যায়। স্বার্থের প্রয়োজনে মুক্তিযোদ্ধা আর রাজাকারের সহঃঅবস্থান একাকার হয়ে যায়। তারপরও কোন কোন মুক্তিযোদ্ধা নিজের সাথে নিজে যুদ্ধ করেই আপোষহীনভাবে জীবন যাপন করে টিকে থাকে। দেশে যখন রাজাকারের বিচার হচ্ছে তখন একজন রাজাকারের সন্তানের স্বাধীন দেশে একজন মুক্তিযোদ্ধার কন্যার প্রতি নিষ্ঠুরতা তাকে হত্যা করার সকল আলামত দিনের আলোর মত স্বচ্ছ অথচ ক্ষমতা বলয়ের কাছে তারা পরাজিত। এমন পরিস্থিতিতে ফুলির অত্যন্ত স্নেহের যাত্রাশিল্পী এক যুবক জনসমুখ্যে এর শোধ নেবার পরিকল্পনা আটে। খন্দকার বাড়ির চৌহদ্দিতে যাত্রাগানের আয়োজন করা হয় এবং যাত্রার মঞ্চেই ধর্ষক ও হত্যকারী খন্দকারের বখাটে ছেলের মস্তক শিরোচ্ছেদ করে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়।

নাট্যকার ও নির্দেশকের কথা

নাটক শুরুতে দলের কথা দিয়েই শুরু করি। নাটক জীবনের কথা বলে। নাটক শিল্পের কথা বলে। অতিত-বর্তমান-ভবিষ্যত ত্রিকালকে ধারণ করে এগিয়ে চলে নাটক। বর্তমানে জীবনের এত অসংগতি ও বিচ্যুতির মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি সেখানে নাটকের শিল্পী হিসাবে আমাদের বলাটা নাটকের মাধ্যমে হবে সেটিই স্বাভাবিক। অতিত নিয়ে অনেক দূর যাবার প্রয়োজনীয়তা আছে কিন্তু খুবই সাম্প্রতিক অতিত আমাদের সব থেকে গর্বের 'মুক্তিযুদ্ধ'। মুক্তিযুদ্ধকে বাদ দিলে জাতি হিসাবে কখনও আমরা দাস, কখনও প্রজা, আবার একসময় আমরা নিজদেশে পরবাসী হয়ে উঠলাম। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের সেই শৃঙ্খল ভেঙ্গে বের করে এনেছে। আমরা মানুষ হয়েছি, নাগরিক হয়েছি। কিন্তু যে স্বপ্নে ৩০ লক্ষ মানুষ শহীদ হলো, ২ লক্ষ মা-বোন সম্ভ্রম হারালেন তাদের স্বপ্নের দেশে আজ আমরা কোথায় আছি, কেমন আছি সেটিকে তুলে ধরার চেষ্টাই হচ্ছে নাটক। আমি মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা প্রবাহ আমার কাছে এক মহাকাব্য। এই মহাকাব্যকে ধারণ করার ন্যুনতম যোগ্যতাও আমার নেই। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে যেটুকু জেনেছি তাতে মনে হয়েছে প্রতিটি শহীদ মুক্তিযোদ্ধা এবং প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার জীবনের ঘটনা নিয়ে রচিত হতে পারে কাব্য, নির্মিত হতে পারে নাটক, সিনেমা। তারপরও জানা অংশটুকু আইসবার্গের মত। নাটকের পাণ্ডুলিপিটি রচনা করা হয়েছে কিছু জানা অভিজ্ঞতা থেকে, কিছুটা আমাদের চর্ম চক্ষুতে দেখা এবং কিছুটা কল্পনা প্রসুত। স্বাধীন দেশে নানা অসংগতি আর বিচ্যুতিতে একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং আজকের প্রজন্ম যারা আজকের দেশকে কিভাবে দেখতে চাই উভয়ের আকুতি তুলে ধরতে চেষ্টা করা হয়েছে। নাটক নির্মাণে প্রথাগত স্ক্রিপ্ট, রিডিং, এ্যাকটিং, প্রোডাকশন এমন ধারাবাহিকতার বিপরিতে একটি গল্পকে কেন্দ্র করে ধারাবাহিক চর্চার মধ্যদিয়ে অভিনেতা অভিনেত্রীরা কিভাবে একটি গল্পের উপাদান হয়ে উঠতে পারে সেই চেষ্টাই করা হয়েছে। নাটক রচনা ও নির্দেশনা দুটি কাজ একই সাথে করার ফলে এটা সম্ভব হয়েছে।